

এইচ এস সি বাংলা ব্যাকরণ

অধ্যায় ২: উচ্চারণ

২০১৬ ও ২০১৮ সালের বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। উচ্চারণরীতি কাকে বলে? বাংলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখো। [দি. ১৬, রা. ১৬, ব. ১৬]
অথবা, বাংলা উচ্চারণরীতি বলতে কী বোঝ? বাংলা উচ্চারণের দশটি নিয়ম লেখো।

উত্তর : উচ্চারণরীতি : শব্দের যথাযথ উচ্চারণের জন্য নিয়ম বা সূত্রের সমষ্টিকে উচ্চারণরীতি বলে। ভাষাতত্ত্ববিদ ও ব্যাকরণবিদগণ বাংলা ভাষার প্রতিটি শব্দের যথাযথ সঠিক উচ্চারণের জন্য কতকগুলো নিয়ম বা সূত্র প্রণয়ন করেছেন। এই নিয়ম বা সূত্রের সমষ্টিকে বলা হয় বাংলা ভাষার উচ্চারণরীতি।

বাংলা উচ্চারণের দশটি নিয়ম :

১. শব্দের আদ্য 'অ' এর পরে 'য' ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' কারের মতো হয়। যেমন- অদ্য (ওদ্দো), কন্যা (কোন্না) ইত্যাদি।
২. শব্দের গোড়ায় ব-ফলার কোনো উচ্চারণ নেই; যেমন-খাস, স্থাপদ, দ্বাপর, দ্বিজ, দ্বার। শব্দের মধ্যে ব-ফলা ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটায়-বিদ্বান (বিদ্দান), স্বত্ব (শত্বতো)।
৩. যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সথ্যুক্ত ম-ফলার উচ্চারণ হয় না। যেমন-সূক্ষ্ম (শুকখোঁ), যক্ষ্মা (জকখোঁ) ইত্যাদি।
৪. পদের মধ্যে কিংবা অন্তে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে য-ফলা যুক্ত হলে সাধারণত তার উচ্চারণ হয় না। যেমন-সম্ভ্যা (শোন্ধ্যা), স্বাস্থ্য (শাস্থ্যো) ইত্যাদি।
৫. শব্দের মাঝে বা শেষে 'ক্ষ'-এর উচ্চারণ 'ক্খ' হয়ে থাকে। যেমন-দক্ষতা (দোক্খোতা), পক্ষ (পোক্খো) ইত্যাদি।
৬. জ্ঞ অর্থাৎ জ্ + ঞ্ শব্দের গোড়ায় গ্ উচ্চারিত হয়-জ্ঞান, জ্ঞাপন। শব্দের মধ্যে গ্গ উচ্চারিত হয়-বিজ্ঞান, সম্জ্ঞান।
৭. শব্দের দ্বিতীয় শব্দাংশে ই বা উ ধ্বনি থাকলে প্রথম শব্দাংশের এ বা ঐ-কার এ উচ্চারিত হয়। ফেন = ফ্যান; কিন্তু ফেনিল = ফেনিল্, পেঁচানো = প্যাঁচানো, কিন্তু পেঁচিয়ে = পেঁচিয়ে।
৮. রেফ এবং র্-ফলার বৈশিষ্ট্য এই যে শব্দের মধ্যে বা শেষে এরা ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটায়। গর্ব, দর্প, সর্ব প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ ঠিক গর্বো, দর্পো, শর্বো নয়। লিখতে হয় গর্ববো দর্পবো শর্ববো। তবে প্রথম ব্যঞ্জটি খণ্ডিত। অর্থাৎ দ্বিত্ব আংশিক।
৯. হ-য়ের সঙ্গে মূর্ধন্য-ণ, দন্ত্য-ন ও ম-ফলা যুক্ত হলে উচ্চারণে হ পরে চলে যায়। অপরাহ্ন-অপোরান্নহো/অপোরান্নো, ব্রাহ্মণ-ব্রাম্হোন।
১০. বাংলায় বিসর্গের উচ্চারণ সম্পর্কে একটি কথাই স্মরণীয়। বিসর্গের উচ্চারণ নেই। কেবল তার প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়। দুঃখ = দুক্খো, অধঃপতন = অধোপ্পতন।

প্রশ্ন : ২। 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

[রা. ১৭, ঢা. ১৬]

অথবা, বাংলা 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম লেখো। [কু. ১৭, ১৬, য. ১৭, দি. ১৭, র. ১৭, চ. ১৬]
উত্তর :

১. শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তারপরে 'ই'-কার, 'উ'-কার থাকে তবে সে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যথা : অভিধান (ওভিধান), অভিযান (ওভিজান), অতি (ওতি), মতি (মোতি), অতীত (ওতিত), অধীন (ওধিন) ইত্যাদি।
২. শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'য' (য)-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ প্রায়শ 'ও'-কারের মতো হয়। যেমন : অদ্য (ওদ্দো), অন্য (ওন্নো), অত্যাচার (ওত্ভাচার), কন্যা (কোন্না), বন্যা (বোন্না) ইত্যাদি।

৩. শব্দের আদ্য 'অ'-এর পর 'ক্ষ', 'জ্ঞ' থাকলে, সে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়ে থাকে।
যথা : অক্ষ (ওক্খো), দক্ষ (দোক্খো), যক্ষ (জোক্খো), লক্ষণ (লোক্খোন), যজ্ঞ (জোগ্গো), লক্ষ (লোক্খো), রক্ষা (রোক্খা) ইত্যাদি।
৪. শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর 'ঋ'-(ঋ)-কার' যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও, সে-'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যথা : মসৃণ (মোস্ন/মোস্ন্), বক্তৃতা (বোক্ভূতা), যকৃৎ (জোক্ভূত) ইত্যাদি।
৫. শব্দের প্রথমে 'অ' যুক্ত 'র' (ৱ)-ফলা থাকলে সেক্ষেত্রেও আদ্য 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কার হয় থাকে।
যথা : ক্রম (ক্রোম), গ্রহ (গ্রোহো), গ্রন্থ (গোন্থো), ব্রত (ব্রাতো) ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৩। উচ্চারণরীতি কাকে বলে? বিশুদ্ধ উচ্চারণ প্রয়োজন কেন আলোচনা করো। [য. ১৬]

উত্তর : উচ্চারণনীতি : শব্দের যথাযথ উচ্চারণের জন্য নিয়ম বা সূত্রের সমষ্টিকে উচ্চারণরীতি বলে।

বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজন : উচ্চারণের শুদ্ধতা রক্ষিত না হলে ভাষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। ভাষার অর্থবহতা বা বোধগম্যতার ক্ষেত্রে উচ্চারণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই শুদ্ধ উচ্চারণ একদিকে যেমন ঠিকভাবে মনোভাব প্রকাশে সহায়ক, তেমনি শব্দের অর্থবিস্তৃতি ও বিকৃতি ঘটানো সম্প্রদায় থেকেও মুক্ত রাখে। তাই বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজন অপরিহার্য। বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে :

১. প্রমিত কথা ভাষার বাচনভঙ্গি অনুসরণ করা, অর্থাৎ চলিত ও আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ব্যবহার করা।
২. মর্যাদানি ব্যঞ্জনধ্বনির যথাযথ উচ্চারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। অর্থাৎ ঠিক উচ্চারণস্থান থেকেই ধ্বনিগুলোকে উচ্চারণ করতে হবে।
৩. উচ্চারণ-সূত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা।
৪. আঞ্চলিকতা পরিহার করা।
৫. প্রতিনিয়ত অনুশীলন বা চর্চা করা। যদি বানান বা উচ্চারণ সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে অবশ্যই অভিধান দেখতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে তা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

প্রশ্ন : ৪। অন্ত্য-অ ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

উত্তর :

১. বাংলা ভাষায় বেশ কিছু বিশেষণে অথবা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত পদের অন্তিম 'অ' লুপ্ত না হয়ে ও-কারান্ত উচ্চারণ হয়ে থাকে। যথা : কাল (বিশেষণ 'কালো' কিন্তু, বিশেষ্য কাল), খাট (খাটো কিন্তু বিশেষ্য খাট), ছোট (ছোটো), বড় (বড়ো) ইত্যাদি।
২. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বেশ কিছু দ্বিরুক্ত শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হলে প্রায়শ অন্তিম 'অ' ও-কারান্ত উচ্চারণ হয়। যথা : কাঁদ-কাঁদ (কাঁদো-কাঁদো), কল-কল (কলো-কলো), পড়-পড় (পড়ো-পড়ো), বড়-বড় (বড়ো-বড়ো) ইত্যাদি।
৩. ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে-'অ' রক্ষিত এবং 'ও'-কারান্ত উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা : (১১) এগারো (অ্যাগারো), (১২) বারো (বারো), (১৩) তেরো (ত্যারো), (১৪) চোদ্দো (চোউদ্দো) ইত্যাদি।
৪. 'আন' (আনো)-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্তিম 'অ' 'ও'-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যথা : করান (করানো), বলান (বলানো), শেখান (শেখানো), লেখান (লেখানো), পাঠান (পাঠানো), খেলান (খ্যালানো), চালান (চালানো), সরান (শরানো), ভরান (ভরানো) ইত্যাদি।
৫. 'ত' (ক্ত) এবং 'ইত' প্রত্যয়যোগে সাধিত বা গঠিত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য 'অ' উচ্চারণে ও-কারান্ত হয়ে থাকে। যেমন : হত (হতো), মত (মতো), গত (গতো), নত (নতো), রত (রতো) ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৫। শব্দের শেষে কোন কোন ক্ষেত্রে ‘অ’ উচ্চারণ লোপ পায় না? উদাহরণসহ পাঁচটি নিয়ম লেখো।

উত্তর : কথ্য বাংলায় শব্দের শেষের অ ধ্বনি সাধারণত লোপ পায়। তবে এমন কিছু বিশেষ ক্ষেত্র আছে যেখানে অন্ত্য অ-ধ্বনি লোপ পায় না এবং সংবৃত উচ্চারণ হয়। এগুলো হলো :

- ক. শেষ ব্যঞ্জননের অব্যবহিত আগে অনুস্বার বা বিসর্গ থাকলে : ধ্বংস, বংশ, মাংস, দুঃখ ইত্যাদি।
- খ. শব্দটি ত বা ইত প্রত্যয়ান্ত হলে : গত, শত, নন্দিত, লঙ্ঘিত, পুলকিত ইত্যাদি।
- গ. শব্দটি তুলনাবাচক-তর, -তম প্রত্যয়ান্ত হলে : বৃহত্তর, মহত্তর, বৃহত্তম, মহত্তম ইত্যাদি।
- ঘ. -ইয় বা -অনীয় প্রত্যয়ান্ত শব্দে : পানীয়, নমনীয়, দেশীয় ভারতীয় ইত্যাদি।
- ঙ. শব্দের শেষ ব্যঞ্জনটি হ হলে : কলহ, দেহ, দাহ, প্রবাহ, মোহ, স্নেহ, লৌহ ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৬। মধ্য-অ ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

উত্তর :

১. শব্দ মধ্যের ‘অ’ আদ্য ‘অ’-এর মতোই ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ-কার এবং ঋ, ৠ, য-ফলার আগে থাকলে সে অ-এর উচ্চারণ সাধারণ ও-কারের মতো হয়। যেমন-কাকলি (কাকোলি), অবগতি (অবোগোতি), সুমতি (শুমোতি) ইত্যাদি।
২. তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্যে ‘অ’-এর আগে যদি অ, আ, এ এবং ও-কার থাকে তবে মধ্যের ‘অ’ ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন-মতন (মতোন্), যতন (জতোন্), স্নগর (সাগোর) ইত্যাদি।
৩. বাংলা ভাষায় বেশ কিছু সমাসবন্ধ তৎসম শব্দে ‘অ’ ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন-পথচারী (পথোচারি), বনবাসী (বনোবাসি), রণতূর্য (রনোতুরজো) ইত্যাদি।
৪. মধ্য অ-এর আগে ‘আ’ থাকলে সেই অ ও-রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন-ভাষণ (ভাশোন্), আসল (আশোল)।
৫. মধ্য অ-এর আগে ‘ঐ’ থাকলে ‘অ’ ও-বৎ উচ্চারিত হয়। যেমন-বেতন (বেতোন্), কেতন (কেতোন্)।

প্রশ্ন : ৭। এ-ধ্বনি উচ্চারণের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো। [সকল বো. ১৮; সি. ১৭, ১৬]

উত্তর :

১. শব্দের প্রথমে দি ‘এ’-কার থাকে এবং তারপরে ‘ই’ (ি), ঈ (ি), উ (ু), ঊ (ু), এ (ে), ও (ে), য, র, ল, শ এবং হ থাকলে সাধারণত ‘এ’ অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যথা : একি (একি), দেখি (দেখি), মেকি (মেকি), টেকি (টেকি), বেশি (বেশি) ইত্যাদি।
২. শব্দের আদ্য ‘এ’-কারের পরে যদি ং (অনুস্বার) ও কিংবা ঙ থাকে এবং তারপরে ‘ই’ (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) ‘উ’ (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) অনুপস্থিত থাকে তবে সেক্ষেত্রে ‘এ’, ‘আ’-কারে রূপান্তরিত হয়। যথা : বেঙ (ব্যাঙ, কিন্তু ই (ি)-কার সংযুক্ত হলে বেঙি), খেঁড়ো (খ্যাঁড়ো কিন্তু খেঁড়ি), বেঙামা (ব্যাঙগোমা কিন্তু বেঙগোমি), লেঙা (ল্যাঙা কিন্তু লেঙড়ি), নেঙা (ন্যাঙা কিন্তু নেঙটি) ইত্যাদি।
৩. এ-কারযুক্ত একাক্ষর (monosyllable) ধাতুর সঙ্গে আ-প্রত্যয়যুক্ত হলে, সাধারণত সেই ‘এ’ কারের উচ্চারণ ‘আ’ কার হয়ে থাকে। যথা : খেদা (খেদ্ + আ = খ্যাদা), ক্ষেপা (ক্ষেপ্ + আ = খ্যাপা), ঠেলা (ঠেল্ + আ = ঠ্যালা) ইত্যাদি।
৪. মূলে ‘ই’ কার বা ঋ-কারযুক্ত ধাতু প্রাতিপদিকের সঙ্গে আ-কার যুক্ত হলে সেই ই-কার এ-কার রূপে উচ্চারিত হবে, কখনও ‘আ’-কার হবে না। যথা : কেনা (কিন্ ধাতু থেকে), মেলা (< মিল্), খেলা (< খিল্), গেলা (< গিল্), মেশা (< মিশ্), ইত্যাদি।
৫. একাক্ষর (monosyllable) সর্বনাম পদের ‘এ’ সাধারণত স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ অবিকৃত ‘এ’-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যথা : কে, সে, এ, যে ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৮। শব্দের শেষে কোন কোন ক্ষেত্রে 'অ' উচ্চারণ লোপ পায়। উদাহরণসহ লেখো।

উত্তর : বাংলা শব্দভাণ্ডারে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোর উচ্চারণে শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনিটি লোপ পায়। যেমন—

ক. একাক্ষর শব্দের ক্ষেত্রে : ফল, জল ইত্যাদি।

খ. দ্ব্যক্ষর শব্দের ক্ষেত্রে : শ্রবণ, দর্শন, পতন ইত্যাদি।

গ. ত্র্যক্ষর শব্দের ক্ষেত্রে : মহাবল, অবশেষ ইত্যাদি।

শব্দ	উচ্চারণ	বোর্ড ও সন	শব্দ	উচ্চারণ	বোর্ড ও সন
অধ্যক্ষ	ওদ্যোক্ষো	রা. ১৬, চ. ১৬, ব. ১৬, য. ১৬. ১৭	ধন্যবাদ	ধোন্নোবাদ	দি. ১৬, চ. ১৭
অত্যাচার	ওত্ভাচার	কু. ১৬	নিষিদ্ধ	নিশিদ্ধো	রা. ১৬
অধ্যাপক	ওদ্যাপোক	দি. ১৬	নাগরিক	নাগোরিক	দি. ১৬
অসীম	অশিম্	ঢা. ১৬, রা. ১৭, দি. ১৭	নদী	নোদি	ঢা. ১৬
অনিঃশেষ	অনিশ্শেশ্	রা. ১৬	পুনঃপুন	পুনোপ্পুনো	ব. ১৬
আহবান	আওভান্	ব. ১৬, কু. ১৭, ১৬	পদ্য	পোদ্দো	য. ১৬, কু. ১৬, রা. ১৭, ১৬
আবৃত্তি	আবৃত্তি	ঢা. ১৬, চ. ১৬	প্রথম	প্রোথোম্	দি. ১৬
উদাহরণ	উদাহরোন্	দি. ১৬	পরীক্ষিত	পোরিক্ষিতো	চ. ১৬
ঋগ্বেদ	রিগ্বেদ্	ঢা. ১৬	প্রজ্ঞা	প্রোগ্গা	রা. ১৬, সকল বো. ১৮
এখন	অ্যাখোন্	য. ১৬	পদ্ম	পদ্দো	ঢা. ১৬, ক. ১৭
এক	অ্যাক্	ঢা. ১৬	ব্যাখ্যা	ব্যাক্ষা	ঢা. ১৬, দি. ১৭
একাডেমি	অ্যাকাডেমি	দি. ১৬, চ. ১৬	বিজ্ঞানিত	বিগ্গোপ্তি	কু. ১৬
ঐশ্বর্য	ওইশ্শোরজো	য. ১৬	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রোম্হান্ডো	কু. ১৬
ঔষধ	ওউশধ্	রা. ১৬	ব্রাহ্মণ	ব্রাম্হোন্	ঢা. ১৬
খাদ্য	খাদ্দো	সি. ১৬, দি. ১৬	ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্শত্	রা. ১৬
গ্রীষ্মকাল	গ্রিশ্শৌকাল্	ব. ১৬, দি. ১৭	মন্তব্য	মোন্তোব্বো	সি. ১৬, কু. ১৭
গণিত	গোনিত্	য. ১৬	মন	মোন্	ঢা. ১৬
চিহ্ন	চিন্হো	চ. ১৬	যজ্ঞ	জোগ্গো	সি. ১৬
চর্যাপদ	চোরজাপদ্	কু. ১৬	রূপসী	রুপোশি	সি. ১৬
চলন্ত	চলোন্তো	সি. ১৬	লক্ষণ	লোক্খোন্	সি. ১৬, কু. ১৭
জ্ঞাত	গ্যাতো	ব. ১৬, দি. ১৭	ষাণ্মাসিক	শান্মাশিক্	ব. ১৬
তটিনী	তোটিনি	য. ১৬	শাগত	শাগতো	ব. ১৬, কু. ১৬
দক্ষ	দোক্খো	য. ১৬	সংগ্রহ	শঙ্গোহো	ব. ১৬
দীনবন্ধু	দিনোবোন্ধু	চ. ১৬	স্মৰ্তব্য	শর্তোব্বো	কু. ১৬

শব্দ	উচ্চারণ	বোর্ড ও সন	শব্দ	উচ্চারণ	বোর্ড ও সন
ধাৰ্য	ধাৰ্জো	সি. ১৬	স্মৃতি	স্মৃতি	
অক্ষ	অক্খো	রা. ১৭	নিঃশর্ত	নিশ্শর্তুতো	চ. ১৭
অতঃপর	অতোপ্পর	সি. ১৭	পরীক্ষা	পোরিক্খা	দি. ১৭
অতি	ওতি	ঢা. ১৭	প্রণীত	প্রোনিতো	দি. ১৭
অতীত	ওতিত	চ. ১৭	প্রশ্ন	প্রোশ্নো	সি. ১৭
অদ্য	ওদ্দো	ব. ১৭	প্রায়চিত্ত	প্রায়োশ্চিহ্ততো	ঢা. ১৭
অশিক্ষিত	অশিক্খিতো	কু. ১৭	বিজ্ঞ	বিগ্গো	ব. ১৭
আবশ্যক	আবোশ্শোক	সি. ১৭	বিজ্ঞান	বিগ্গ্যান	য. ১৭
ইতঃপূর্বে	ইতোপূর্বে/ ইতোপ্পূর্বে	ব. ১৭	বৈশাখ	বোইশাখ	রা. ১৭
উদ্যোগ	উদ্দোগ	কু. ১৭	বিদ্বান	বিদ্দান	রা. ১৭
উপমা	উপোমা	ব. ১৭	ব্যতীত	বেতিতো	য. ১৭
উপস্থিত	উপোস্খিত	ঢা. ১৭	ব্যবহার	ব্যাবোহার	ঢা. ১৭
একটি	এক্টি	চ. ১৭	মর্যাদা	মোরজাদা	ঢা. ১৭, চ. ১৭, য. ১৭
একতা	অ্যাকোত্তা	দি. ১৭	মুন্ময়	মুন্ময়	ব. ১৭
ঐক্য	ওইক্কো	য. ১৭	যথাক্রমে	জথাক্ক্রোমে	চ. ১৭
ঐক্য	ওইক্কো	য. ১৭	লাবণ্য	লাবোন্নো	ঢা. ১৭
ঐশ্বর্য	ওইশ্শোরজো	য. ১৭	শ্রেষ্ঠা	শ্লেষ্ঠা	সি. ১৭
ওজস্বী	ওজোশ্শি	কু. ১৭	সভা	শোব্ভো	রা. ১৭
কক্ষ	কোক্খো	ব. ১৭	মল্ল	শল্পো	ঢা. ১৭
কবিতা	কোবিতা	য. ১৭	হিস্ত্র	হিহ্ণ্ণ্ণো	য. ১৭
কর্ম	করুমো	চ. ১৭	গঞ্জনা	গন্জনা/গন্জোনা	কু. ১৭
চিহ্নিত	চিন্হিতো	সি. ১৭	জিহ্বাপা	জিউভা	সি. ১৭
তন্ময়	তন্ময়	ব. ১৭	দক্ষ	দোক্খো	য. ১৭, ১৬
দরখাস্ত	দরখাস্তুতো	ঢা. ১৭	দায়িত্ব	দায়িত্ততো	দি. ১৭, সকল বো. ১৮
দ্রষ্টব্য	দ্রোশ্টোব্বো	চ. ১৭	অকৃতজ্ঞ	ওকৃতগ্গো	সি. ১৭
রাষ্ট্রপতি	রাশ্ট্রোপোতি	সকল বো. ১৮	শ্রাবণ	শ্রাবোন্	সকল বো. ১৮
শ্রদ্ধাস্পদ	শ্রোদ্ধাশ্পদো	সকল বো. ১৮	নক্ষত্র	নোক্খোত্ত্রো	সকল বো. ১৮
অত্যাৱশ্যক	ওত্ভাবোশ্শোক	সকল বো. ১৮	প্রেতাত্মা	প্রেতাত্ভা	সকল বো. ১৮